শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

(হবিগঞ্জ জেলা)

প্রশ্ন ১) আমরা আমাদের আইডিগুলো কিভাবে নিরাপদ রাখতে পারি ?

উত্তরঃ আইডি নিরাপদ রাখার উপায়ঃ

নাম: ফেসবুকে সব সময় আপনার আসল নাম দিবেন এবং আপনার জতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট এসবে যে নাম দেয়া আছে একদম সেই নামটি ব্যবহার করবেন।

জন্মতারিখ: নামের মতন আপনার জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয় পত্র এবং পাসপোর্টের সাথে মিল রেখে দিবেন এবং 'অনলি মি' করে রাখবেন।

ছবি: সব সময় নিজের ছবি ব্যবহার করবেন। প্রোফাইল ফটোতে অবশ্যই নিজের ছবি দিবেন। যাদের নিজের ছবি ফেসবুকে দিতে সমস্যা তারা ছবির প্রাইভেসি অনলি মি করে রাখতে পারেন।

ফ্রেন্ড রিকুয়েষ্ট: অতিরিক্ত ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট কখনো দিবেন না। দিনে প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ২০ টা দিবেন। এবং রিকুয়েস্ট দেবার পরে যা পেন্ডিং থাকবে মানে আপনার রিকুয়েস্ট যা এক্সেপ্ট হবে না তা ক্যান্সেল করে দিবেন সবসময়।

ভিডিও: কখনো অন্যের ভিডিও ডাউনলোড করে আপলোড করবেন না। কোনো ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করার অপশন রয়েছে ফেসবুকে তাই ছবি শেয়ার করতে পারেন তবে ডাউনলোড করে আবার নিজের প্রোফাইলে আপলোড করা একদমই ঠিক না।

স্পামিং: স্পামিং কি এটা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। তাই স্পামিং করা থেকে বিরত থাকুন।

নম্বর ও ইমেইল: আইডিতে নম্বর এবং ইমেইল দুটাই ব্যবহার করা উচিৎ। এবং এগুলো যেনো ভেরিফাইড হয় সেই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। অবশ্যই টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু রাখবেন।

ওয়েবসাইটে লগইন: বিভিন্ন যায়গায় ফেসবুকের মাধ্যমে লগইন করা থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে অটো লাইক, অটো কমেন্ট,আপনি দেখতে কার মতন, ৫০ বছর পর আপনি দেখতে কেমন হবেন ইত্যাদি জাতীয় ওয়েবসাইটে কখনও লগইন করবেন না।

প্রশ্ন ২) ফেসবুকসহ অন্যান্য আইডি হ্যাক হলে কী করবো ?

উত্তরঃ আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক হওয়া মাত্রই নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১. প্রথমে http://www.facebook.com/hacked লিঙ্কে প্রবেশ করুন।

২. এরপর "My account is compromised" বাটনে ক্লিক করুন। হ্যাক হওয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হলে সেখানে উল্লেখ করা দুটি অপশনের (ইমেইল বা ফোন নম্বর) যে কোনো একটির ইনফরমেশন দিন।

৩. প্রদত্ত তথ্য সঠিক হলে প্রকৃত অ্যাকাউন্টটি দেখাবে এবং আপনার বর্তমান অথবা পুরাতন পাসওয়ার্ড চাইবে। এখানে আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ডটি দিয়ে কন্টিনিউ করুন।

৪. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস পরিবর্তন না করে থাকে তবে আপনার ইমেইলে রিকভারি অপশন পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

৫. হ্যাকার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বরসহ লগইন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবর্তন করে থাকে তবে Need another way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ ক্লিক করলে ফেসবুক প্রোফাইলটি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও আইডি সরবরাহের ফর্ম পূরণের মাধ্যমে হ্যাকড অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাকিংয়ের শিকার হলে আপনি স্বশরীরেও সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারে গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। সর্বোপরি ফেসবুক হ্যাক হলে যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ থানা পুলিশকে অবহিত করুন।

আইনগত প্রতিকারঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী হ্যাকিং একটি আমলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তা হলে সেটি হবে একটি অপরাধ এবং উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রশ্ন ৩) ভিন্ন ভিন্ন অ্যাক্যাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিৎ হবে কিনা?

উত্তরঃ ভিন্ন ভিন্ন অ্যক্যাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে একটি অ্যক্যাউন্ট হ্যাক হলে অন্যান্য অ্যক্যাউন্ট হ্যাক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অ্যক্যাউন্টে ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উত্তম।

প্রশ্ন ৪) পাইরেট সফটওয়্যার এবং অরিজিনাল সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থাক্য কী ?

উত্তরঃ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নকৃত বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক অনুমতি ব্যতীত নকল করাকে সফটওয়্যার পাইরেসি বলা হয় । এটি একটি নৈতিকতা বিরোধী কাজ । অপরপক্ষে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নকৃত কোন সফটওয়্যার যদি তাদের অনুমতি নিয়ে তৈরি করা হয় বা তাদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয় তখন সেটি হবে অরিজিনাল সফটওয়্যার ।

প্রশ্ন ৫) সাইবার বুলিং প্রতিরোধের উপায় কী ?

উত্তরঃ যে আইডি থেকে সাইবার বুলিং করা হচ্ছে সেই আইডিটিকে ব্লগ করে রাখলে সহজেই সাইবার বুলিং প্রতিরোধ করা যাবে ।